দৈনিক ইনকিলাব

০৫৪ তারিখ ..20 ...

পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম 5

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রসংগে

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

দেশের শিক্ষাংগনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির অকার্যকরতা প্রমাণিত হওয়ায়, ইহার সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির আহবানে বিগত ১৭-১২-৮৫ তারিখে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিবেচনার্থে পেশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা সম্বলিত ছাপানো পুস্তিকা আমাদের হাতে আসেনি। কিন্তু বিগত ২৩-৬-৮৬ এবং ২৪-৬-৮৬ ইংরেজী তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত জনাব শওকত মাহমুদের এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে অবহিত হলাম যে, বিজ্ঞ পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের কিছু কিছু কাট-ছাট করে তাঁদের সুপারিশমালায় গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি সরকারের নিকট তাঁদের পেশকৃত সুপারিশে আমাদের দেয়া ১৭-১২-৮৫ তারিখের সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাংগ প্রস্তাবাবলীর কতটুকু গ্রহণ করেছেন এবং কতটুকু গ্রহণ করেননি এবং প্রস্তাবের কোন কোন অংশ বর্জন করেছেন—তা যাচাই করে দেখার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে আমার প্রদত্ত মূল প্রস্তাবগুলো আগ্রহী পাঠক, শিক্ষাবিদ ও কৌতুহলী ব্যক্তিদের সম্মুখে তুলে ধরা হলো। শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম রীতির অভাবে জাতীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। দেশে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদের অভাব নেই কিন্তু সমস্যার মূল কারণগুলো বিচার বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তব সমাধান আমাদের খুঁজে বের করার সুযোগ হয়নি। এদিক থেকে আলোচনা সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিরাজমান বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে খুব বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রস্তাব করা সমীচিন হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ পরীক্ষা ক্ষেত্রে নকল প্রবনতা, লেখা পড়ায় বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর অনীহা ও শিক্ষাংগনে পড়াশুনার জন্য সার্বিক পরিবেশের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব দূর করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে ধৈর্য সহকারে কাজ করে যাওয়া ব্যাতিরেকে বর্তমানে রাতারাতি বিকল্প কিছু করা সমীচিন নয়, বোধ করি সম্ভবও নয়। বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, শিক্ষা সার্ভিসের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চতম পর্যায়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনেও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্ত ও অভিজ্ঞ

অন্তঃ ও বহিঃ পরীক্ষার সংমিশ্রণে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করা উচিত। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট করা যায়। নবম ও দশম শ্রেণীতে বছরে ২টি করে ২ বছরে মোট ৪টি অন্তঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দশম শ্রেণীতে ও দ্বাদশ শ্রেণীতে চূড়ান্ত বহিঃ পরীক্ষার পূর্বে ৪টি ×৫০ নম্বর মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে। অন্তঃ পরীক্ষার শেষে অন্তঃ পরীক্ষার মোট ফল শিক্ষা বোর্ডের নিকট (দু'কপি করে) ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে অবশ্যই পাঠাতে হবে। শিক্ষা বোর্ড স্কুল কলেজের অন্তঃ পরীক্ষার ফল তাঁদের টেবুলেশন শিটে অন্তঃ পরীক্ষার ঘরে তুলে রাখবেন। অতপরঃ পরীক্ষার্থীদের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এবং তাঁদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তরপত্র বহিঃ পরীক্ষকগণ কর্তৃক বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতেই মূল্যায়িত হবে। এবং বহিঃ পরীক্ষকের মূল্যায়িত নম্বর টেবুলেশন শিটে তোলা হবে। অতপরঃ উভয় পরীক্ষকের দেয়া নম্বরের ভিত্তিতে গড় নম্বর পরীক্ষার্থীর

নিয়মানুযায়ী বহিঃ পরীক্ষকের প্রদত্ত কম নম্বরই পরীক্ষার্থীর চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী গড় নম্বরের বেনিফিট পাবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থী নিজের স্বার্থেই অপ্রত্যাশিত নম্বরের জন্য অন্তঃ পরীক্ষককে পীড়াপীড়ি করা থেকে বিরত থাকবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহিঃ পরীক্ষকও কারণ বশতঃ মাত্রাতিরিক্ত নম্বর দিয়ে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বহিঃ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চ নম্বর, অন্তঃ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর অপেক্ষা ২০ নম্বরের অধিক হলে-সেক্ষেত্রে অন্তঃ পরীক্ষক প্রদত্ত কম নম্বরই স্ট্যান্ড করবে। পরীক্ষার্থীদের (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে) সংখ্যধিক্যতা বিবেচনা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ২০ নম্বরের উর্ধে পার্থক্য করা উত্তরপত্রসমূহ তৃতীয় কোনো পরীক্ষকের নিকট মূল্যায়নের জন্য যাবে না। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে ২০ নম্বর পর্যন্ত তারতম্য হওয়ার ক্ষেত্রে গড় নম্বর

জন্য শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। শর্ত এই যে, যদি বহিঃ পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বর অন্তঃ পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বর অপেক্ষা ২০-এর উর্ধে তারতম্য সৃষ্টি না করে তবে সেক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের গড় নম্বর পরীক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত হবে। যদি তারতম্যের পরিমাণ ২০ এর উর্ধে যায়, তবে সেক্ষেত্রে কম নম্বটাকেই গ্রহণ করতঃ পরীক্ষার ফল প্রস্তুত করতে হবে এবং অন্তঃ পরীক্ষকের প্রদত্ত উচ্চ নম্বর অগ্রাহ্য করা হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্যতা বিবেচনা করে দু' পরীক্ষকের মধ্যে প্রদত্ত নম্বরের তারতম্য ২০-এর উর্ধে হলে, পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তৃতীয় পরীক্ষকের নিকট যাবে না। দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে

প্রদান পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন ধরে স্বীকৃত। উপরের প্রস্তাবিত পদ্ধতি চালু হলে মূল্যায়নের সুযোগ লাভ করে সমুদয় শিক্ষক সমাজ সম্মানিত হবেন ও গৌরববোধ করবেন। শিক্ষক ভাববার অবকাশ পাবেন যে, তিনি শুধু পাঠদান করছেন না, মূল্যায়নের সুযোগও তাঁর আছে। এছাড়া, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক নতুন বিস্ময়কর দিগন্তের উন্মোচন সম্ভব হবে।

গ- প্যাকেট-ভিত্তিক পাশ ফেল পদ্ধতি রহিতকরণঃ

আমার তৃতীয় ও অন্যতম প্রধান প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ ও নানাবিধ সামাজিক অস্থিরতার ক্রম-অবসানকল্পে ও বিদ্যার্থীদের স্বার্থে প্যাকেট ভিত্তিক পাশ ফেল পদ্ধতি অনতিবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। অর্থাৎ বর্তমানে ...

প্রচলিত নিয়মে ৯ নম্বর কম পেয়ে অকৃতকার্য বলে ঘোষিত হয়। দেখা গেছে, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অঙ্গনের অস্থিরতা প্রতিবছর বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এসব অকৃতকার্য-হওয়া যুবক যুবতীদের কারণে। বহু গরীব শিক্ষার্থীও পুনরায় পড়া থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। তা'হলে এরূপ ক্ষেত্রে কি করণীয়?

অকৃতকার্য হওয়া একটি বিষয়ে বা পত্রে মধ্যবর্তী পরীক্ষার ব্যবস্থাঃ

এক্ষেত্রে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে— গ্রেস প্রথা বাতিল হওয়ায়, শুধু মাত্র একটি বিষয়ে বা পত্রে ফেল করা পরীক্ষার্থী, রেজাল্ট বের হওয়ার দু'মাসের মধ্যে আর একটি মধ্যবর্তী পরীক্ষার (Middle Examination) সুযোগ লাভ করবে। এটাকে প্রচলিত কায়দায় রেফার্ড (Referred) নামে অভিহিত না করে মধ্যবর্তী পরীক্ষা (Middle Examination) বলা যায়। যদি কোনো পরীক্ষার্থী এই মধ্যবর্তী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাকে ঐ ফেল করা বিষয়ে বা পত্রে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরবর্তী ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী, মধ্যবর্তী পরীক্ষার সুযোগ পাবে না সত্য, কিন্তু পরবর্তী চূড়ান্ত পরীক্ষায় শুধু মাত্র ফেল করা বিষয়ে বা বিষয়গুলিতে তাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। এক বিষয়ে বা পত্রে ফেল করা পরীক্ষার্থীর ন্যায়, সে মধ্যবর্তী পরীক্ষার (Middle Examination) সুযোগ পাবে না। তবে এক্ষেত্রে সে মধ্যবর্তী পরীক্ষার সুযোগ না পেলেও, তার পাশ করা বিষয়ে আর পরীক্ষা দিতে হবে না। এর ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর বিকারগ্রস্থ হওয়া থেকে রেহাই পাবে। অনেকের মাত্রাতিরিক্ত মানসিক যন্ত্রণার উপশম হবে।

অকৃতকার্যতা জনিত হতাশা থেকে উদ্ভূত উচ্ছৃঙ্খলা, অবাধ্যতা নিঃসন্দেহে অনেকটা হ্রাস পাবে। তবে শর্ত এই যে, এরূপ ফেল করা বিষয়ে বা পত্রে পরীক্ষাদানের সুযোগ পরীক্ষার্থী কোনোক্রমেই দু'বারের অধিক পাবে না। আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তাবিত পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য আসবে। এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল করার বেপারোয়া মনোভাব বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বর্তমান মুহূর্তে